॥ পাঞ্জাব ঘরাণা ॥

লখ্‌নৌ, ফরুখাবাদ, বেনারস এবং অজরাড়া ঘরাণা মূলতঃ দিল্লী ঘরাণা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু পাঞ্জাব ঘরাণা এক স্বয়ং স্বতন্ত্র ঘরাণা, ইহার উপর দিল্লী ঘরাণার কোন প্রভাব নাই। পাঞ্জাব ঘরাণার বাদকেরা পাখোয়াজের খোলা বোলকে বন্ধ বোলের মত করিয়া তবলায় বাজাইয়া থাকেন এবং এই প্রকার বাদনরীতিই এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। হুসেন বখ্‌স এবং তাঁহার পুত্র উস্তাদ ফকির বখ্‌স তালবাদ্য বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ফকির বখ্‌সের পুত্র উস্তাদ কাদির বখ্‌স এবং শিষ্য করম ইলাহী ও মলন খাঁ উত্তম তবলাবাদক হইয়া উঠেন। বোম্বাই নিবাসী উস্তাদ আল্লারাখা উস্তাদ কাদির বখ্‌সের শিষ্য। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় আল্লারাখার জন্ম হয়। তাল এবং লয়কারীর উপর আল্লারাখার অধিকার অবিসংবাদিত। পাঞ্জাব ঘরাণার বংশপীঠিকা এইরূপ—

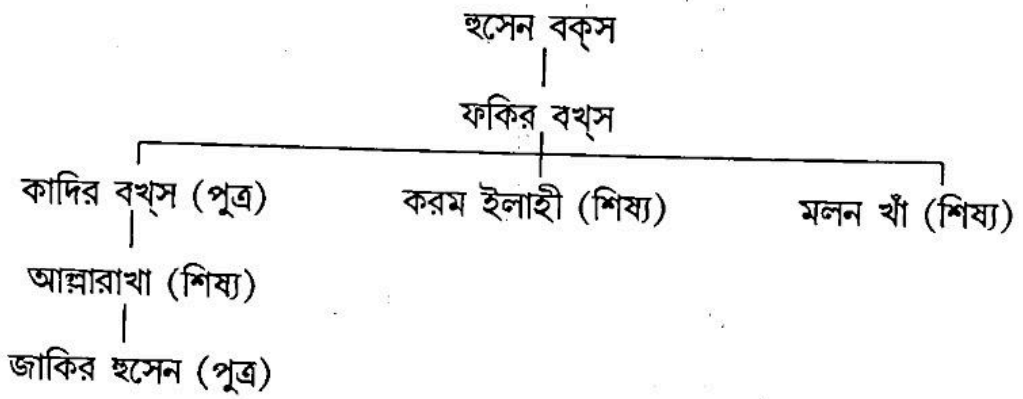

॥ তবলার বিভিন্ন বাজ ॥

বাজ কথাটির অর্থ হইল বাদনরীতি অর্থাৎ বাজাইবার পদ্ধতি বা কৌশল। তবলার ঘরাণা ছয়টি হইলেও বাজ হইল চারিটি—**দিল্লী বাজ, অজরাড়া বাজ, পূরব বাজ (লক্ষ্ণৌ বেনারস, ফরুখাবাদ)** ও **পাঞ্জাব বাজ**। লক্ষ্ণৌ, বেনারস ও ফরুখাবাদ এই তিনটি ঘরাণা হইলেও ইহাদের বাজ একটিই পূরব বাজ। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন বাজের পরিচয় দেওয়া হইল।

॥ দিল্লী বাজ ॥

দিল্লী বাজে তর্জনী ও মধ্যমা এই দুইটি অঙ্গুলির কাজ খুব বেশী হয়। তবলার কিনারায় চাঁটি এবং স্যাহীর উপর অধিকতর বোল বাজান হয় বলিয়া এই

IND CamScanner App

বাদনরীতিকে "কিনার কা বাজ"ও বলা হয়. অন্যান্য বাজ হইতে দিল্লী বাজ অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল প্রকৃতির। ইহাতে ধিনগিন, তিট, তিরকিট, দিংগ, দিন গিন ইত্যাদি বোল অপেক্ষাকৃত অধিক বাজান হয়। এই বাজে তির, তিরকিট ইত্যাদি বোল কেবল তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়। দিল্লী বাজে কায়দা, পেশকার, রেলা, ছোট ছোট মুখড়া, মোহরা এবং টুকড়া অধিক প্রয়োগ করা হয়। বেশী জোরদার পরণ কিংবা ছন্দ এই বাজে প্রয়োগ করা হয় না। স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভে এই বাজে পেশকার বাজান হয়। দিল্লী বাজের একটি ত্রিতালের কায়দা—

ধাতি	ধাগে	নাধা	তেরেকেটে	|	ধাতি	ধাগে	তিনা	কিনা	|
×					২				
তাতি	তাগে	নাতা	তেরেকেটে	|	ধাতি	ধাগে	ধিনা	গিনা	|
০					৩				

॥ অজরাড়া বাজ ॥

দিল্লী বাজ হইতে অজরাড়া বাজের পার্থক্য খুব বেশী নয়। দিল্লী বাজের চাঁটির কাজ কায়দা, রেলা, পেশকার প্রভৃতি সবই অজরাড়া বাজে প্রযুক্ত হয়, পার্থক্য শুধুমাত্র বোলের "বন্দিশ"এ। দিল্লী বাজের মতই অজরাড়া বাজ মধুর ও কোমল। এই বাজে কায়দাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আড় লয়ে বাজান হয় এবং ইহার চলন দোলায়িত। দিল্লী বাজের তুলনায় অজরাড়া বাজে বাঁয়ার বোল অধিক হয়। ধা ধেনেনক, ধিন, ধেতক, ঘিনক, দিংগ, দিনগিন, ধী, ধাড়, ধাতক, ঘেনা, ধাড়ধা প্রভৃতি বাঁয়ার বোল প্রাধান্য সূচিত করে। অজরাড়া বাজের গৎগুলিও অনেকটা কায়দার মত হয় বলিয়া অনেক সময় ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। অজরাড়া বাজের কায়দায় কঠিন বোলসমূহ প্রযুক্ত হয় বলিয়া অধিক প্রস্তার সম্ভব হয় না। দিল্লী বাজের ন্যায় পেশকার দ্বারা স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভ করা হয়। অজরাড়া বাজের একটি ত্রিতালের কায়দা এইরূপ—

ধাSধা	Sধাপ	ধেনধা	Sধেন	|	ধাত্রেক	ধেতেটে	ধেনাতি	নাগিনা	|
×					২				
ধাত্রেক	ধেতেটে	ধেনাS	ধাগেন	|	ধাত্রেক	ধেতেটে	ধেনাতি	নাগিনা	|
০					৩				

॥ লক্ষ্ণৌ বাজ ॥

লক্ষ্ণৌ বাজ পূরব বাজের অন্তর্গত। দিল্লী বাজের সহিত পূরব ... পরিলক্ষিত হয়। পূরব বাজে পাখোয়াজের প্রভাব অধিক। ...

IND CamScanner App

হওয়ায় পূরব বাজ গম্ভীর ও জোরদার শোনায়। লক্ষ্ণৌ ঘরাণার শিল্পীরা নৃত্যের সহিত সঙ্গত করিতেন বলিয়া তাঁহাদের বাজে কিছু কিছু নৃত্যের বোল প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুর বা লব এবং গাব বা স্যাহীর কাজ এই বাজে বেশী হয়। বড় বড় পরণ, উঠান, চক্রদার গৎ, তিপল্লী, চৌপল্লীর ব্যবহার পূরব বাজের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। এই বাজে তিন অঙ্গুলির প্রয়োগ ও বাঁয়ার কাজের একটা বিশেষত্ব আছে। ইহাতে খোলা ও জোরদার বোল প্রয়োগ করা হয়। যেমন—ধাগেতিট, ধিটধিট, কিড়ধা, তিটকতা, গদিগিন, ঘড়ান, কড়ান, ধিরধির, ঘিড়নগ ইত্যাদি। এই বাজে স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভে উঠান বাজান হয়। লক্ষ্ণৌ বাজের একটি ত্রিতালের কায়দা এইরূপ—

ধাগে	তিট	ধাগে	তিরকিট	ধিনা	গিনা	ধাগে	তিট
×				২			
ধাগে	নাধা	তিরকিট	ধিট	ধাগে	তিরকিট	ধিনা	গিনা
০				৩			
তাগে	তিট	তাগে	তিরকিট	তিনা	গিনা	তাগে	তিট
×				২			
ধাগে	নাধা	তিরকিট	ধিট	ধাগে	তিরকিট	ধিনা	গিনা
০				৩			

॥ বেনারস বাজ ॥

বেনারস বাজও পূরব বাজের অন্তর্গত। লক্ষ্ণৌ বাজের ন্যায় এই বাজেও সুর বা লব ও গাব বা স্যাহীর কাজ অধিক হইয়া থাকে। বারাণসী ঘরাণার শিল্পীদের বাজনায় পাখোয়াজের প্রভাব অধিক। ইহাদের বাজনায় লগ্‌গী লড়ীর কাজ বেশী হয়। ছন্দ, জোরদার পরণ, গৎ, লগ্‌গী, লড়ী বাজান বারাণসী ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। ধাগেতিট, ধিটতিট, তিটকতা, গদিগিন, ধিরধির, কড়ধা, ধাক্‌ধা ইত্যাদি বোলের প্রয়োগ এই বাজে বেশী হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভে এই বাজে উঠান বাজান হয়। বেনারস বাজের একটি ত্রিতালের কায়দা এইরূপ—

ধীক্‌	ধীনা	তিরকিট	ধীনা	ধাগি	নধী	sকধী	নাড়া
×				২			
তীক	তীনা	তিরকিট	তীনা	ধাগি	নধী	sকধী	নাড়া
০				৩			

IND CamScanner App

॥ ফরুখাবাদ বাজ ॥

ফরুখাবাদ বাজও পুরব বাজের অন্তর্গত। লক্ষ্ণৌ, বেনারস ও ফরুখাবাদ এই তিন ঘরাণার বাদনশৈলীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় এই তিনটি বাজকেই পূরব বাজের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। ফরুখাবাদ ঘরাণার শিল্পীদের হাতে চাল তথা রৌ এর কাজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের গৎও খুব প্রসিদ্ধ। স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভে চলন বা চালা (পেশকার) বাজাইয়া পরে কায়দা, টুকড়া, গৎ, রেলা ইত্যাদি বাজান হয়। এই বাজেও তিপল্লী, চৌপল্লী ইত্যাদি বাজান হয়। ঘিড়নক, দিনতক্, ঘড়ান্, ধাধা, ধিনতা, ধা, ক্রেধা ইত্যাদি বোল এই বাজে প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভে উঠানের পরিবর্তে পেশকার বাজান হইয়া থাকে। ফরুখাবাদ বাজের একটি ত্রিতালের গৎ এইরূপ—

ধাऽ	ধেনক	তকিট	ধেনক	ধাতিরকিট	ধাতিট	ধেনাগ	দিগন
×				২			
নাগিন	নাগিন	তকিট	ধেনক	ধাতিরকিট	ধাতিট	ধেনাগ	দিগন
০				৩			

॥ পাঞ্জাব বাজ ॥

পাঞ্জাব বাজের উপরই পাখোয়াজের প্রভাব সর্বাধিক পড়িয়াছে। এই বাজে পাখোয়াজের খোলা বোলকে বন্ধ করিয়া তবলায় বাজান হইয়া থাকে। বাঁয়াতে পাখোয়াজের মতই আঁটা লাগান হয়। দিল্লী বাজে যেমন অঙ্গুলির ব্যবহার অধিক হয়, পাঞ্জাব বাজে তেমনি তালু বা পাঞ্জার ব্যবহার অধিক হইয়া থাকে। পাঞ্জাব বাজে কায়দা, গৎ, পরণ, চক্রদার, রেলা প্রভৃতি সবই বড় হয় এবং লয়কারীকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন লয়কারীর চক্রদার গৎ পাঞ্জাব বাজের বৈশিষ্ট্য। ধাধী, নাऽড়, ধড়ऽন, কড়াতান, দুংগ দুংগ, নগ নগ ইত্যাদি খোলা এবং জোরদার বোল এই বাজের স্বরূপ প্রকাশ করে। পাঞ্জাব বাজের একটি ত্রিতালের গৎ—

ধাগেত্তকিট	ধগনগধিন	ধাগেতিরকিটধেন	ধেড়েনাগেধিন	ধড়ऽনধা	ধাধিড়নগ	
×				২		
ধেনধিড়নগ	তিরকিটতুনাকত	তকতীऽতক	তাऽকিড়নগ	তকতিগেনগ	তিরকিটতকতগেন	
		০				
ধাগেতিরকিটধেন	ঘেড়েনাগেধিন	ধাগেতিরকিটধেন	ধেড়েনাগেধিন			
৩						

IND CamScanner App